চতুরালী

বা

শ্রীকৃষ্ণরাধিকার ব্রজরঙ্গ।

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

ও

তৃতীয় বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বীণা যন্ত্র।
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ইণ্টালিয়া—কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আর একখানি কৌতুক-নাট্য-গীতি (COMIC-OPERA) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই। কিন্তু এই অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্ব প্রথমে এই কৌতুক অপেরা "চন্দ্রাবলী" রচনা করিলাম। ইহা মদীয় বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। ইহার গল্প, গান, কবিতা কথা প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের, সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে অনেক শিক্ষা দিয়াছি। ভগবানের কৃপায় তৎকালীন অভিনয় দর্শকমাত্রেরই এবং সকলেই নূতন গানের ভাব সরস ও আমোদজনক হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে অলৌকিক সুখের বিষয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বীণা থিয়েটার,
৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড—চিৎপুর—কলিকাতা।
১৮ই আষাঢ়, ১২৯৫ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল।
আয়ান। চন্দন। রাখালবালকগণ।

স্ত্রী।

শ্রীরাধিকা। জটিলা। কুটিলা।

চতুরালী

বা

শ্রীকৃষ্ণরাধিকার ব্রজরঙ্গ।

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—আয়ানের গৃহ।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সরোষে) ও মা! কি, লজ্জা! বউড়ী হয়ে, এমন শাউড়ী! আমা হেন শাউড়ীকে ফাঁকি!

কুটিলা। ও মা! মা! শুধু তোমাকে ফাঁকি নয়, আমাকে ফাঁকি। আমি হেন ননদী, নদী শুকিয়ে দি ডাকুনির চোটে, আমার ডাকুনি যেন লোকের কানে * ফাটে,—আমার হাতনাড়া দেখে, আৎকে উঠে, সবাই ছোটে,—আমার চো

ঝাঁট নিতে, ছুঁড়ী [illegible] পয়রা নোটে, এমন যে আমি কুটিলে, আমাকেও ফাঁকি দিতে চায়, দাদাকেও ফাঁকি।

জটিলা। ওলো নিকুঞ্জিনি! তোর দাদা আবার মানুষ! সেটা যদি মেয়েদের গোলাম না হোতো, তবে আমাদের ভাবনা কি? গৌড়িগোয়ালের গয়লা কি মানুষ হোতো?

কুটিলা। হাঁ দেখ মা, আমার বোধ হয়, বৌ ছুঁড়ী দাদাকে গুণ কোরেছে।

জটিলা। গুণ নয় লো, খুন কোরেছে। যেমন মায়ে তেমন [illegible] লক্ষ্মীছাড়ী গোয়ালিনীকে আজ মুখে কালি চুন দিয়ে ঘর থেকে দূর করি।

কুটিলা। আজ হাতে হাতে ধোরে, থাক্ জলবিজুলী দেখাবো। লুকিয়ে লুকিয়ে কেলে রাখালটার সঙ্গে পিরীতি করার জারিজুরি বার কোরবো।

[বেগে প্রস্থান।

জটিলা। আমিও এক পাকা দড়ী জানি, এমন শাসন হবে, [illegible] না কাঁদলে পাতে খাবে না।

[বেগে প্রস্থান।

রাধিকাকে টানিয়া লইয়া কুটিলার পুনঃপ্রবেশ।

কুটিলা। (সরোষে বিদ্রূপ-বাক্যে) ধনি, ওলো আদরিণি রাই! ওলো প্রেমসোহাগিনি বৃন্দাবনবিলাসিনি! ওলো ভাতারের ভাতখাগী [illegible] আজ [illegible] কোথায় [illegible]

রাধিকা। (পেকাত্তর গীত)

কিবা অপরাধ, কেন সাধ বাদ,
কেন বা বিবাদ আমার সনে।
কুলবধূ আমি, প্রিয়তম স্বামী,
স্বামী বিনে কারে না ভাবি মনে॥
দিও না গঞ্জনা, দিও না যন্ত্রণা;
ছাড় কুমন্ত্রণা, ধরি চরণে।
রাখ গো মিনতি, না কর দুর্গতি,
কাঁদায়ো না মোরে ঘোর পীড়নে॥

দড়ী লইয়া জটিলার পুনঃপ্রবেশ।

জটিলা ও কুটিলা। (সংরাজ গীত)

মা মেয়েতে বাঁধ্‌বো তোকে, শক্ত দড়ী শক্ত জোরে।
ও আবাগী, মর্‌ মাগী, কে আজ করে মুক্ত তোরে॥
জল আন্‌বার ছোরে ছলা,
কদমতলায় দেখিস্ কালা,
লুকিয়ে খেলিস্ প্রেমের খেলা,
ফেলে জৈড়ার গলা ধোরে;—
প্রেমের খেলা আজ্ বেরুবে,
চোকের জলে বুক ভেসে যাবে

(উভয়ের রাধিকাকে বন্ধন করণ)

পোড়া কদম গাছে আগুন লাগে না গা?—পোড়া [illegible] চুড়ো ছিঁড়ে যায় না গা?—সব চেয়ে পোড়া বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরে না গা? উঃ, একবার ছোঁড়াটার বাঁশীটে পাই, তো নোড়ার ঘায়ে ছিঁচে ছিঁচে থেঁৎলে ফেলি!

আয়ান। বলি, কুচ্ছ গাঁয়ের নামে, এত কুচ্ছ কেন?

জটিলা ও কুটিলা। কুচ্ছ কেন? তবে শোন—

(গীত)

কদমতলায় বাঁশী বাজে, ঘরের কোণে রাধা নাচে,
সাজের কিবে ছটা—ঘটার উপর ঘটা।
ভরা ঘড়ার জল ফেলে দে, খালি ঘড়া বাঁ কাঁকে নে,
কদমতলায় ছোটা,—সাবাস্ বুকের পাটা॥
চুলের খোঁটন এলিয়ে পড়ে, কাঁটাবনে আঁচল ছেঁড়ে,
ছোটে যেন ভাঁটা,—এম্নি প্রেমের আটা॥
কালার বাঁশী কি গুণ জানে,
তোর বৌকে হেঁচ্‌কে টানে,
দিয়ে যে নোকে খোঁটা,—ওরে ও আবাগের ব্যাটা॥

আয়ান। (ভাবিয়া রাধিকার প্রতি) বলি, হাঁ৷ রাই! সত্যি তাই?

রাধিকা। হায় হায়, কি বালাই! আমার দিকে কেউ নেই।

আয়ান। [illegible] [illegible] [illegible]। তোমার [illegible] আসিনি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এমটা [illegible]

খাও আমার মাথা, আর যেও না কো, বাঁশী বাজে যেথা, মা বহিন পায় ব্যথা।

জটিলা। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

আয়ান। অনুরোধ অনুনয়, সা কর্ণাঞ্জলি।

জটিলা। যদি না শোনে, বাবা?

আয়ান। তোমার পুত্রবধূ নয় তেমন হাবা।

জটিলা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) আমার কথা মা নিশ্বেন।

আয়ান। মা গো, কেন্দো না, দীপ্য নিশ্বেন। নিতান্তই যদি—

(সঙ্গীত গীত)

শুনিয়ে বাঁশরী, ধাওয়ে কিশোরী,
তবে দোনো মায়ে ঝিয়ে,
যমুনায় যেও, সলিল আনিও,
কলসী কাঁকালে নিয়ে।

জটিলা। ও মা! সে কি ক... একে আমি বুড়ী, তার গেঁটেবাতে খুঁড়ী, নড়ী ধোরে নড়ি

কুটিলা। সোমোত্তো বৌ থাকতে ঘরে, জল আনবো কেমন কোরে? দাদা, আমার কম্ম নয়, লোকনিন্দের ভয়।

আয়ান। ভ্যালা মা হোক! বোয়ের জল আনতে গেলেও দোষ, না গেলেও দোষ; সাধে কি হয় আমার রোষ? দু নৌকায় পা দিলে, মধ্যে কোরে পড়বে জলে। ... কোন্ দিক রাখবে?

কুটিলা। (ভাবিয়া) আমরাই জলকে যাবো, সেই ভাল, তবু লোকলজ্জা সইতে নারবো। মা, কি বল?

জটিলা। আচ্ছা, মা, তাই ভাল। আমি যমুনায় যাবার সময়, খালি কলসী কাঁকে কোরে নিয়ে যাবো; আসবার সময়, যদি ভরা কলসী তুলতে নারি, তবে তোর দু' কাঁকে, দুটো কলসী তুলে দেবো,—কেমন?

কুটিলা। (স্বগত) ঘুরে ফিরে আমারি হোল। একটা মড়ানী ছুঁড়ীর জ্বালায় আমারই কপালে পঞ্চাশ! আচ্ছা, ছুঁড়ী ছুঁড়ীকে টের পাওয়াবো—পাওয়াবো—পাওয়াবো। ভিজে কাঠ এনে দিয়ে রান্না করাবো; চোকের জলে নাকের জলে, এক্সা কোরে, তবে ছাড়বো। (প্রকাশে) চল্ বৌ, রান্না ঘরে, ভাত ব্যান্নন রাঁধবি দাদার তরে।

আয়ান। আহা, না না, বৌকে আজ খাটিও না। যে কোরে বেঁধেছিলে হাতে দড়ী, কেমন কোরে ধোরবে বৌ হাতা বেড়ী? তুমিই আজ চুলোয় চড়াও হাঁড়ী। আমি গিয়ে কাঁচা তেঁতুল পাড়ি।

[প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলা। (সেজ্‌জি গজল-গীত)

বল্ লো ও লো নষ্ট ছুঁড়ী,
কোন্ ওষুধের খাইয়ে গুঁড়ি,
কোল্লি ছোঁড়াটাকে,
খুব কোল্লি কাবারি

ধাঁই কোরবো আজ্ গুণাগুণ,
মুখে দেবো মুড়োর আগুন,
গালে দেবো কালি চুণ,
লঙ্কাবাটা চাপ্‌বো চোখে ॥

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—বনভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সভঙ্গি বিরহ-গীত)

বেলা যে বাড়িয়ে গেলো, কই এলো, কই এলো,
রাধা হামারি?
কেউ যে নাহিকো হেথা, কারে বা পাঠাই সেথা,
কারে বা ফুকারি?
বাড়িল বিরহ-জ্বালা, ঝালাপালা হোলো কালা,
কোথা, হে পিয়ারি?
এস হে বাঁশীর ডাকে, কলসী [illegible] কাঁকে,
রাধার ভিখারি ॥

মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রবেশ।

মধু। পরিত্রাহি! আর আজার খোয়ারী! গেরো মশ্মারি!

সুবল। শাশুড়ী, ননদী, কুটুনী, তিন জনে ধাউড়ী। হুড়োহুড়ি, মারামারি।

মধু। তোমার কপালে ফক্কিকারী!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, সখা! কি হয়েছে?

মধু। কপাল তোমার ভেঙে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, ভাই?

মধু। আর রক্ষা নাই।

সুবল। আর উপায় নাই।

মধু। তোমার বাড়া ভাতে ছাই। কাজে পড়েছে বাধা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন বাধা পড়েছে বাছা?

মধু। তোমারি দোষে, শাশুড়ী ননদীর রোষে, ঘরের কোণে বোসে, মনের আপ্শোষে, দীর্ঘনিশ্বেসে, রাধা কেঁদে কেঁদে মারা যায়!

সুবল। শুনছিলুম বাঁশী ফোঁকা কি ভাঁজ, জানিনাহ?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন উপায়?

মধু। দড়ী আর কলসী।

সুদামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রতি) না না, তোমরা তামাসা কোচ্চো।

মধু। [illegible] বেঁচেও তামাসা! আচ্ছা, এই যে [illegible]দাম দাদা [illegible] আসিছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই, সুদাম! না হইও ম্লান, পূরাও মনস্কাম, বাঁচবে তবে শ্যাম।

সুদাম। দৌড়ে এলুম, আগে মুছি ঘাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিই না হয় মুছে দি। বল, ভাই, কেমন আছে রাজার ঝি?

সুদাম। সে কথা আর বোলবো কি? লক্ষ্মি মাজ্যি, ভাই, আটক পোড়েছে রাই। খাণ্ডারী বাঘিনী, ননদী নাগিনী, রাধার কান্নার সুর পাহাড়ী রাগিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। (সকাতরে) অ্যাঁ, বল কি! এমন হয়েছে আমার মানিনী! আমি আগে তো কিছুই জানিনি।

(সঙ্গীত গীত)

হায় হায়, এ কি শুনি, ভাই।
আটক পোড়েছে আমার বিনোদিনী রাই ॥
তাই তো আমার বাঁ হাত কাঁপে,
দম্ আট্‌কে পেট্‌টা ফাঁপে,
বুকে যেন পাথর চাপে, কোন্ দেশে বা যাই;—
কেমন কোরে আবার আমি রাইকিশোরী পাই ॥

মধু। আমরাও ভাবছি তাই ॥

সুদাম। কিছু উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ, সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সঙ্গীত গীত)

ধেনু চরাও, [illegible]
[illegible] ফেলে রাই [illegible] পা।

তোড়্ দেও চুড়া, ফেঁক্ দেও ধড়া,
ভুল্ যাও, ভেইয়া, প্রেম-পিয়াসা ॥
শাস্ ননদিয়া ভৈ গেল বৈরী,
কৈসন মিলব নওল কিশোরী,
অব্ তুহুঁ রহ, ভাই, গুমুরি গুমুরি,
ঘুচ্ গেই, ভাই, তোরি সগরি ভরোসা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল ভুল, তোমাদের সকল কথাই ভুল। আমি চতুর-চূড়ামণি, আমার চতুরালীর কাছে কে পার পেতে পারে?

মধু। তা তো জানি, ভাই কানু! কিন্তু এ যে জটিলে কুটিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

দেখ্‌বো কেমন সে কুটিলে,
দেখ্‌বো কেমন সে জটিলে,
কলঙ্কিনী রাইকে করে মোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক বোল্‌চি।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চি।

(গীত)

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী, রাই কিশোরী বিনোদিনী,
আমার তরে সইছে পীড়ন ঘোর ॥
(তাললয়ে) হায় হায় রে! হায় [illegible]

(গীত)

অকলঙ্কী কোর্‌বো তারে, ভেল চতুরালী কোরে,
শাস্‌ ননদী দেখ্‌বে ফাঁকির ঘোর॥

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) পার্‌বে কি, ভাই?
শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) দেখে নিও।
সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) পার্‌বে কি, ভাই?
শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) দেখে নিও।

(গীত)

নাকে কাণে দিয়ে খৎ, কোর্‌বে আমায় দণ্ডবৎ,
সাঁঝের বেলায় দেখিয়ে দেবো ভোর॥

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) শক্ত কথা।
শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) বড্ড সোজা।
সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) শক্ত কথা।
শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) বড্ড সোজা।
সুদাম। বল কি, ভাই, এমন চতুরালী!
শ্রীকৃষ্ণ। রাধার কলঙ্কমোচন ও কষ্টমোচনের উপায় করিগে। তোমাদের তিন জনকে চাই। তোমরাই আমার চতুরালীর চক্র।
সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (সভঙ্গি গীত)

আয় যাই, ভাই, কানুর সনে,
দেখ্‌বো কেমন চতুরালী।

নিতুই নিতুই ফিকির কত্তই,
খেলে মোদের বনমালী ॥
রাই কিশোরীর প্রেমের জোরে,
আজ কালা কি ফন্দী করে,
দেখতে হবে বিশেষ কোরে,
শেষটা না হয় চলাচলি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—যমুনাতট।

যষ্টিহস্তে জটিলা ও দুই কক্ষে দুই জলপূর্ণ কলসী লইয়া কুটিলা দণ্ডায়মান।

কুটিলা। ও মা, অনভ্যেসের কাঁটা চড়চড়ায় ভারি।

জটিলা। বুঝতে নারি।

কুটিলা। দু কাঁকে দুটো জলভরা ভারি কলসী, সাম্লাতে পাচ্ছিনি যে।

জটিলা। তা কি কর্বি, বাছা, বল্? বৌ বেটী নেড়েচে যে কল, তাই কপালে কষ্মফল। এখন কোঁৎ পেড়ে মা, আস্তে চল্।

কুটিলা। মা, তুই বড় খল।

জটিলা। আমি বুড়ো মানুষ, এখনি হব বেহুঁস, তাই তোর দু কাঁকে দু কলসী; তেমন বড় নয়, যেন ছুটো ফুটো মালসী।

কুটিলা। (বিরক্ত হইয়া) বটে, বেটি বটে! ভারের চোটে, দম যে ফাটে, কোমরের গাঁটে লোম্লো ব্যথা সেঁটে, কার সাধ্যি হাঁটে?

জটিলা। তবে একটু হন্হনিয়ে চল্।

কুটিলা। আমার কম্ম নয়, ঢেলে ফেলি জল।

জটিলা। তবে হবে না রান্না?

কুটিলা। পাকে আমার কান্না।

জটিলা। [illegible]দিস্ নি। [illegible]।

কুটিলা। বাবা রে, আমি যেন ছুটো ছাগাবওয়া বলদ।

জটিলা। তবে আমি ঠ্যাঙার ঠ্যাকা দি।

কুটিলা। ওগো ভাল মানুষের ঝি! আমি আর পারি নি। এই একটা কলসী নামাই ভুঁয়ে। (তথাকরণ)

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া রাগত ভাবে) আগুন্ লাগুক তোর মুখে।

কুটিলা। তুই একটা কলসী নিয়ে, চল্ না জুড়ে জুড়ে।

জটিলা। আমি কাঠের মত লাঠির ভারই সইতে নারি, এই পড়্লু শুয়ে। (ভূতলে শয়ন)

সুদাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

সুদাম। বলি, হচ্চে কি, গো মা বেটী?

মধুমঙ্গল। ওপর ধুলোয় লুটপুটি।

সুদাম। ও ভাই, তোল বুড়ীকে ধোরে চুলের ঝুঁটী।

জটিলা। (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া উঠিয়া) তবে রে ছুঁটো কলাই-শুঁটী! আমার সঙ্গে খুটিখুঁটি? এমি জোরে মার্বো লাঠি, হাড় গুঁড়িয়ে কোর্বো মাটি।

সুদাম। আরে মা বেটি, পাকাচুলের কস্কো আঁটি!

জটিলা। (সরোদনে) বলি, ওলো কুটিলে! তোর সামনে তোর মা জননীর এত অপমান।

কুটিলা। আচ্ছা, দাঁড়া মা, গাই একটা রাগের গান।

(সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

ওরে ও ড্যাগ্রা ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া!

কুকুর, ভেড়া, শেয়াল মেড়া,
খোঁড়া খোড়া, ঘাটের মড়া!
কুয়ের গোড়া, গুয়ের ঝোড়া,
শিখ্‌নিঝাড়া, চুঁনো টোঁড়া!
বাঁকা টেড়া, ন্যাকড়া-ছেঁড়া,
মার্‌বো নোড়া; দাঁড়া দাঁড়া!

সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

মাইরি নাকি, প্যাঁচামুখী,
পান্তাখাকী, ভাঙা ঢেঁকী!
বেরাল-চোকী, খ্যাঁদা-নাকী,
ঘুঘু পাখী, কলসী-কাঁকী!
ধুনড়ী খুঁকী, চ্যাপ্‌টা-বুকী,
মার্‌বি নোড়া, মার্‌তো দেখি!

কুটিলা। (সাভিমান রোদনে) মা! ও মা! মা গো, ও মা! এ ছুটো, কেলে ছোঁড়ার টাটু ঘোড়া, নাইকো যোড়া। এ ছুটোকে ঝাঁটা, বিষম ঠ্যাঠা। চল্ মা, ঘরে যাই, কাজ নাই, বেঁচে ছাই।

জটিলা। (সালস্যে হাই তুলিতে তুলিতে) হা—আ—ই।

মধুমঙ্গল। (সহাস্যে) এ দিকে হাই—ও দিকে রাই ঘরে নাই।

জটিলা। অবিশ্যি ঘরে আছে।

মধু। আবার গেছে [illegible]।

কুটিলা। তোদের কথা মিছে—মিছে।

মধু। সত্যি সত্যি—গেছে—গেছে।

সুদাম। কথা রাখ, এসে দেখ—ডান দিকে কানাই, বাঁ দিকে রাই, ঘোমটা টেনে, আড় নয়নে, শ্যামের পানে, আছে চেয়ে; সত্যি মিথ্যে দেখ গিয়ে।

জটিলা। (সবিস্ময়ে, ও কুটিলে!

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) উঁ!

জটিলা। বলে কি?

কুটিলা। হুঁ!

জটিলা। বৌ কে আবার দেখালে কে?

কুটিলা। [illegible]।

মধু। আর ও কু কু কু কোরে কি হবে? আগে ঘরে যাবে? না কদমতলায় গিয়ে পাকড়িয়ে বউ আটকাবে?

জটিলা। তোদের কথা মিথ্যে।

মধু। তবে বাড়ি ঘরে যাও দেখে।

সুদাম। দিতে এলুম সুসংবাদ, লাভে হ'তে বিসম্বাদ। এখনকার কালে, যদি ভাল কোত্তে এলে, আর গালাগালি খেলো। এর হোক ছাড়, চল ঘরে যাই।

মধু। তাই চল ভাই।

সুদাম। দাঁড়া, আগে দু'জনে মিলে মিলন-গানটা গাই।

মধুমঙ্গল ও সুদাম। (সভঙ্গি গীত)

শ্যাম নন্দিয়া আওল যমুনা।
উথলি উঠল পঙ্কজযমুনা॥

কদমকমূলে যাঁহা কান্হাই।
উহাঁ যাই মিলল বিনোদিনী রাই॥

তা থৈ তা থৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং।
কালার বামে রাইকিশোরী হেলে দুলে করে রং॥
শাউড়ী ভাবে বউড়ী এবার আটক পোড়েচে।
ননদ ভাবে গারদ-ঘরে বৌকে পূরেচে।
(আবার) বৌড়ী ভাবে ওরা আমার কলা কোরেচে॥

খিনি কিটি তিনি কিটি, তা থা থা।
শাউড়ী ননদ দৌড়ে যা॥

শ্যামরু বামহি শোভত গোরী।
জলদ-কোরে জনু চমকে বিজুরী॥
জটিলা কুটিলা হেরি ইহ রূপঘটা রে।
ভেই গেল একদম্ পাকা ফুটিফাটা রে॥

কুটিলা। ওরে, তোদের এ মিলন-গান আমার কানে যেন বিরহ-গান বোধ হোচ্চে।

মধু। তাই তো বটেই। মায়ে ঝিয়ে, ছুটে গিয়ে, বড়টির্ও অনন্ত বিরহ ঘটাও। যাও যাও—ধাও ধাও।

কুটিলা। দৌড়ে চল্ মা!—উড়ে চল্ মা! আজ রাধার এক দিন, কি আমাদেরি এক দিন; দেখ্‌বো—দেখ্‌বো।

জটিলা। আমি যে বুড়ী, ছুটতে নারি, হায় মা হায়!

কুটিলা। তবে আমার কোলে আয় মা আয়।

মধু। কলসী ছুটোর উপায় ?

সুদাম। ঐ দিকে ফেলে দি আয়।

কুটিলা। মা ! তুই ভারি বড়।

মধু। ওগো, আলগোছে কোলে চড়।

জটিলা। দৌড়ো—দৌড়ো।

মধু। শুধু দৌড়ুলে হবে না। দু'জনে কোলদোলার গান গাইতে গাইতে দৌড়ও, নৈলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

জটিলা। ও মা, বলে কি ! আমি যে বেতো রুগী, কন্‌কনিয়ে আড়ষ্ট হব। আয় লো, বেগার দায়ে, মায়ে ঝিয়ে, কোলদোলার গান গাইতে গাইতে যাই।

(সভঙ্গি গীত)

দোল্ দোল্ দোল্ দোদুল্ দোদুল্ কোল্‌দোলা।
মেয়ের কোলে মা দুল্‌চে, বা রে সাধের দোল-খেলা॥
মাটির কলস ফেলে দিয়ে,
জ্যান্তো কলস কোলে নিয়ে,
মাকে কাঁকে ছুট্‌চে মেয়ে,
নাগর-দোলার বোল্‌বোলা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—গ্রাম্য পথ।

আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। বেশ্ বড় বড় কাঁচা তেঁতুল পেড়েছি। জোরে নেড়ে—তিন পাথর ভাত মেরেছি। কাঁচা তেঁতুলের অম্বল, ঠিক্ যেন শীতকালের কম্বল।

দধিভারস্কন্ধে চঞ্চল গোপের প্রবেশ।

চঞ্চল। ওহে আয়ান ভায়া, এ দিকে তিন পাথর ভাত মার্‌চো খেয়ে অম্বল, শীত তাড়াচো গায়ে রেখে কম্বল, ও দিকে হারিয়েচে তোমার জীবন-সম্বল।

আয়ান। জীবন-সম্বল কি, হে চঞ্চল?

চঞ্চল। আইবুড়ো, মদন মুখে এ কথা সাজে, কিন্তু তুমি এমন ক্যাকা আওয়াজ কোল্লে!—ছি!

আয়ান। ওঃ, এতক্ষণে তোমার কবিত্বতত্ত্ব উপলব্ধ বুঝেচি, অর্থাৎ আমার জীবন-সম্বল হচ্চেন রাই।

চঞ্চল। হুঁ, দাদা ভাই!

আয়ান। আচ্ছা, ভাই, রাই হারিয়েছে কিমত প্রকারে, একথায় প্রকাশ কোরে বল দিকি?

চঞ্চল। অর্থাৎ তোমার রাধা, ভেঙে আভাঙন বাধা, তোমায় বানিয়ে গাধা, কালার কাছে, গেছে দাদা! ইতি প্রকাশ কোরে বল্লুম।

আয়ান। (গীত)

এই যে আমি প্রবোধ দিয়ে,
ঘরের কোণে এলেম থুয়ে।

আবার গেছে ছোট্‌কে ছুঁড়ী,
আগুন দিয়ে আমার মুণ্ডে ॥

চঞ্চনা রে, কি শুনালি,
মনটা আমার চন্‌চনালি,
বুক্‌টো আমার কন্‌কনালি,
উল্‌টে রাগে পড়ি ভুঁয়ে ॥
ছুঁড়ীর গায়ে ভূতের হাওয়া,
নৈলে কেন আবার ধাওয়া,
আজ ঘুচুনো ভূতে পাওয়া,
ফুস্‌ মন্তর ঠ্যাঙার ফুঁয়ে ॥

চঞ্চন। তবে কেন দেরি আর? ঝট্‌ কোরে হও আগুসার, নৈলে রাধা পগার-পার, আহার মেলা হবে ভার।

আয়ন। (বিবিধ ভঙ্গিতে কখন তাল ঠুকিয়া, কখন উন্‌ফলিয়া, কখন লম্ফঝম্ফ করিয়া, কখন হাঁচিয়া, কখন কাসিয়া, কখন উঠিয়া কখন বসিয়া, কখন বা চঞ্চনকে ধাক্কা ও চড় দিয়া গীত)

এখনি যাব, কোসে ঠ্যাঙাব,
মজা দেখাব, ভাই।
কদম-তলে, লোচন-জলে,
ভাসুবে ভুতুড়ী রাই ॥

হাস্তেরি কানু, হাস্তেরি বেণু,
ছুস্তেরি প্রেম্‌কি ছাই।
চক্কন্ দাদা, হাস্তেরি রাধা,
ছুস্তেরি পিরিতিকা বাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—লতাকুঞ্জ।

পুষ্পবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণ ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রাধিকা দণ্ডায়মান।

শ্রীকৃষ্ণ। (সোহাগ গীত)

গোচারণ-ছলে, কদম্বের তলে,
তব লাগি বোসে থাকি।
মুরলী বাজায়ে, মন মজায়ে,
রাধা রাধা বোলে ডাকি॥
সকলি ভুলিয়ে, নয়ন তুলিয়ে,
তব পানে চেয়ে থাকি।
আমি অবিরাম, রাধে তোরি নাম,
হৃদয়ে আমার আঁকি॥

মম মনচোরা, হৃদিমনোহরা,
তুই রাই মম আঁখি।
পরাণ-পুতুল, সোহাগের ফুল,
তুই লো প্রেমের পাখী॥

দূরে অন্তরালে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ও লো ও কুটিলে। দ্যাখ্ লো দ্যাখ, রঙ্গ দ্যাখ্, পিরীতগাতালী ছুঁড়ী করেচে কি লো! অঁ্যা, এই যে এখুনি রান্না ঘরে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে আঁচড়াতে বোসেছিল, এরি মধ্যে টোপ্‌কে পোড়ে, কেলেটার কাছে পালিয়ে এলো! ও মা! কি ঘেন্না, যাব কোথা!

কুটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) তাই তো মা, এই সেথা—এই হেথা; আজ ধোরে নিয়ে গিয়ে, বুকে বসাবো তিন জোড়া জাঁতা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ইচ্ছে করে, দৌড়ে গিয়ে মারি এক ঠ্যাঙা, ভেঙ্গে যাক্ মাথা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) মা, তুই বুড়ী হাবড়ী; কেলেটা দিলে দাবড়ী, পড়্‌বি খেয়ে মুখ-থাবড়ী। ঠ্যাঙা দে, আমি যাই, আজি ভাঙ্‌বো রেয়ের প্রেমের বাই। (গমনোদ্যোগ)

জটিলা। (বাধা দিয়া জনান্তিকে) না, কুট, দিস্‌নি ছুট, কেলে ছোঁড়া ট্যাটা উট, এথনি কোর্‌বে ভুট।

কুটিলা। (জনান্তিকে) আঁা, তা বই কি! আমি শক্ত নই কি! ও কোর্‌বে ছুট, ধোর্‌বো আমি ওর চুলের মুঁট।

জটিলা। (জনান্তিকে) না, মা, থাক্, কেউ [illegible] মেয়ে,

গেল খেয়ে, ও ছোঁড়া কেন্দ্রে ছুঁয়ে। শেষে কি, ও আবাগী, তোরও ঘট্‌বে মেয়ের দশা? ও ছোঁড়া যে প্রেমকামুড়ে কোড়কে মশা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) তবে কি হবে মা?

জটিলা। (জনান্তিকে) দাঁড়া না। আগে দেখি রসরঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ, রঙ্গভঙ্গ; তার পর রাগে যখন জ্বল্‌বে অঙ্গ, তখন ঝাল লবঙ্গ, গুঁজ্‌বো মেয়ের চোকে। দেখ্‌বো কেমন রোখে।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

কুটিলা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া জনান্তিকে) ও মা, আর নেই ভয়, দাদা মহাশয়, হলেন উদয়।

আয়ান ও চঞ্চলের প্রবেশ এবং জটিলা ও কুটিলার নিকট দণ্ডায়মান।

জটিলা। (জনান্তিকে আয়ানের প্রতি সকাতরে) আয় আয়, বাপ্‌ রে আমার! সোনার যাদু রে আমার! মাথার মাণিক রে আমার! কাঙালিনীর পুত্র রে আমার! দ্যাখ্‌ একবার—দ্যাখ্‌ একবার, তোর রাই কিশোরীর প্রেম্‌-কারবার। সাধ কোরে কি তোকে বলি গাধা।

কুটিলা। (জনান্তিকে) সত্যি মা, দাদা বড্ড হাঁদা।

জটিলা। (জনান্তিকে) ছিছি, কি ঘেন্না, অপমানে হলুম খাঁদা।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) সত্যি সত্যি। আয়ান দাদার পেটটাই দাদা। অত হোলে সাদা, কপালে কেবল কাঁদা।

আয়ান। (জনান্তিকে) তাই তো, এ যে [illegible]

[illegible]

জটিলা। (জনান্তিকে) মোর ঠ্যাঙায়। কেষ্টাকে মেরে, ভেষ্টাকে ধোরে, ভীমরুলের ঘরে, ঝাঁপ্ দে ভোরে।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) নেরে, কলসী দড়ী গলায় বেঁধে, মোর্গে ডুবে মনের খেদে।

আয়ান। (জনান্তিকে) এখন আমার বড্ড খিদে। তুই একটু দিবি যোগাড়?

চঞ্চল। (জনান্তিকে) ক্যান্ রে হিঁচড়ে ষাঁড়?

আয়ান। (জনান্তিকে) তা হলে ভাঙি তুটোরি ঘাড়।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) আচ্ছা, আগে।

আয়ান। তুই যা আগে।

চঞ্চল। (জনান্তিকে) হুঁ! যদি না পাই বাগে, তবেই ধোর্বে বাঘে।

আয়ান। (জনান্তিকে) ধিক্ তোর পুরুষের রাগে! আয় আমার সাথে, লাঠি হাতে, মারবো মাথে, মোর্বে তাতে।

জটিলা। (জনান্তিকে) ওরে, আর দেরি কেন? যা।

আয়ান। (জনান্তিকে) তবে এই দেখ্ মা। (সরোষে গর্জ্জন করিতে করিতে ও নানাবিধ ভঙ্গিতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে) রে রে রে রে রাই। এঁই তোর মাথা খাই। (যষ্টি উত্তোলন)

রাধিকা। (সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) হায় হায়, ওহে প্রেম ময়! কি হতে কি হয়, ভারি ভয়, মস্ত ভয়, আয়ান নির্দ্দয়, পাঠায় যমালয়।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাই! নাইক নাইক, কৈ আয়ান্ কৈ?

রাধিকা। ঐ ঐ ঐ। (চতুর্দ্দিকে ধাবন)

জটিলা। ওলো ও কুটিলে। ছুঁড়ী ছুটে পালায় যে! হাত

(জটিলা ও কুটিলার স্বীয় স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, ধাবমানা রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধ ভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। (পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে) চন্দন ভায়া, ধর জায়া!

চন্দন। রাই যে তোর অন্ধকায়া!

আয়ান। ও কেবল ভূত মায়া!

চন্দন। তবে বাঁক বাড়েই ছুটি। (দধিভারস্কন্ধে নানা-ভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। রাই, আর তোর রক্ষে নাই। এইবার ধর্‌বো চুলের মুঠি! (ধাবন)

রাধিকা। (ছুটিতে ছুটিতে) কালা হে কালা! বড় জ্বালা, রক্ষে কর।

চন্দন। আয়ান্ ভায়া, সাবে জায়া, ঝাপ্‌টে ধর!

আয়ান। (রাধিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া) তবে রে ফোচ্‌কে ছুঁড়ী! মোচকে কুঁড়ী! পিরীত-ওঁড়ী! গুটকো-ভুঁড়ী! মুড়ী-গুড়ী! ছেঁড়া ঘুঁড়ী! গালার চুড়ী! ভাজা বুড়ী! পোড়া মুড়ী! ভাঙা হাঁড়ী! কুচ্‌কে ধাড়ী! আজ্ কর্‌বো তোকে কোড়ে রাঁড়ী!

জটিলা। (সরোষে) টেনে খোল্ গায়ের শাড়ী, মারি কোসে ঠ্যাঙার বাড়ি।

আয়ান। (রাধিকার অঙ্গাবৃত বসন খুলিয়া ফেলিয়া সলজ্জে) আরে ছি! এ কি! এ তো আমার রাই নয়, সুবলো ছোঁড়া!

চন্দন। (সলজ্জে) ছি ছি, বুড়ী হলো মন্দা ঘোড়া!

আয়ান। (সরোষে) তুইই তো যত কুবের গোড়া! তো-কেই এই কেলেঙ্কারি।

চন্দ্রা। (জেরে) খাটি হয়েছে, বাকআরি।

জটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি লাজ! ছোঁড়ার গায়ে ছুঁড়ীর সাজ! পড়ুক্ আমার মাথায় বাজ।

কুটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি ঘেন্না, ডাকবুকুরে পায় পায় কান্না, বাসন্তিনী হলো য়ামসন্না।

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) মা আমার বুকী, বোন্ আমার খুঁকী! তাই রাইকে দিয়ে দোষ, বাড়ায় মিছে আমার রোষ। আমি খুব জানি, রাধা আমার তেমন নয়, কলঙ্কে তার ভারি ভয়। সে জানে না আমা বই, এমি আমার বাই রমরই।

সুদাম, মধুমঙ্গল ও অন্যান্য রাখালবালকগণের প্রবেশ।

চন্দন। ভাই আয়ান।

আয়ান। চেপে রাখ্ তোর বয়ান! বোকা, বুড়ো পোকা! (জটিলার প্রতি) কি আর বোঝ্বো বল্, তুই আমার মা, মেয়েল, (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) নৈ কোরে দিতুম এক ঘা!

জটিলা। (ভয়ে) না, বাবা! না, বাবা!

আয়ান। (কুটিলার প্রতি) দেখ্ কুটলে! তুই আমার মেয়ে মুখে দিতুম মুড়োর অগি!

কুটিলে। (সভয়ে) দাদা! দিও না তাপ, কয়হ মাপ।

আয়ান। (জটিলা ও কুটিলার প্রতি) খবরদার, আর কখন আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী রাধার ঘাড়ে এমন কোরে মিছে মিছি দোষ চাপিও না। রাধার আমার কিসের অভাব? মরাইয়ে ধান আছে—ডাবরে প্যান আছে; পাদাড়ে ঘুঁটে আছে—ভাঁড়ারে চিঁড়ে আছে; দেউড়ীর খবর আছে—কাইঠার আসন আছে;

বাড়ীতে ভাত আছে ; কাপড়-চোপড় আয়না আছে—গাঁ-ভরা গয়না আছে ; তা ছাড়া আমি, তার সর্ব্বস্ব ধন স্বামী । শোনো বলি,—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়, অতিনিশ্চয়, রাধা আমার নয় কুপথগামী । তাতে আবার সে এই কানুর মামী ।

চঞ্চল । তা বটেই তো ।

আয়ান । (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) শোনো, বাপু কানায়ে ভাগ্নে ! তোমার কোন দোষ নেই, তুমি কিছু মনে কোরো না, বাবা ! (সকলের প্রতি) শোনো সকলে ! আমি যেমন ছেলে বেলায়, ছেলেদের সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, কোন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেলতুম, কানায়ে ভাগ্নেও আমার সেইরূপ সুবল ছেলেটিকে মেয়ে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেলে ; কারণ, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" ।

চঞ্চল । ঠিক্ ঠিক্, মামার স্বভাব ভাগ্নেই পায় বটে ।

আয়ান । বটে কি না বটে ?

চঞ্চল । বটে বটে ।

জটিলা । তবে এখন চল বাড়ী হেঁটে ।

সুবল । তা হবে না, আমি কখনই ছাড়বো না । আমাকে মায়ে ঝিয়ে বড় গাল দিয়েচো—অপমান কোরেচো—এমন কি হু [illegible] ।

জটিলা । কই, বাবা, তোমায় তো মারিনি ।

সুবল । তা শুনতে চাইনি । এখন গলায় কাপড় দিয়ে, দাঁতে কুটো দিয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে, মায়ে ঝিয়ে, নাকে খত্ দাও, মাটি চেটে বাড়ী যাও ।

জটিলা । ও বাপ, আমার ! [illegible] কি (

[illegible] কি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কৃমিরা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] চতুর ছাত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]